**পিঁপরি চিঞ্চওয়াড় নিউ টাউনশিপ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি**

**বনাম**

**বিষ্ণুদেব সমবায় আবাসন সমিতি ও অন্যান্যরা**

**(২০১৮ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৭৬৪৯)**

**০৩রা আগস্ট, ২০১৮**

**[অভয় মনোহর সাপ্রে এবং উদয় উমেশ ললিত, বিচারপতিদ্বয়]**

*ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ – ধারা ৪৮ – অধিগ্রহণকৃত ভূমি অবমুক্তি – জনস্বার্থে রাজ্য সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ – বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা (এসএলএও) ধারা ১১ এর অধীনে কার্যক্রম শুরু করে একটি রায় পাস করেন – রায়ের বিরুদ্ধে মূল ভূমি মালিকদের দ্বারা দায়েরকৃত রিট পিটিশন এবং এসএলপি খারিজ করা হয় – মূল ভূমি মালিকরা ভূমি অধিগ্রহণ থেকে অবমুক্ত করার জন্য আইনের ৪৮(১) ধারার অধীনে রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন – আবেদনটি মঞ্জুর করা হয় এবং ভূমি আংশিকভাবে অধিগ্রহণ থেকে অবমুক্ত করা হয় – পরবর্তীতে, মূল ভূমি মালিকরা ভূমি উত্তরদাতা নং ১ এর কাছে হস্তান্তর করেন – উত্তরদাতা নং ১ এর দ্বারা দায়েরকৃত রিট পিটিশন রাজস্ব মন্ত্রীর আদেশকে এই পরিমাণে বিরোধিতা করে যে এটি অবশিষ্ট ভূমি অবমুক্ত করতে অস্বীকার করেছিল – উত্তরদাতা নং ১ এর দ্বারা দায়েরকৃত রিট পিটিশন এবং এসএলপি পুনরায় খারিজ করা হয় – এসএলএও ভূমির দখল নেয় – পরবর্তীতে, উত্তরদাতা নং ১ পুনরায় ভূমি অধিগ্রহণ থেকে অবশিষ্ট অংশ অবমুক্ত করার জন্য আইনের ৪৮(১) ধারার অধীনে রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন – রাজস্ব মন্ত্রী আবেদনটি মঞ্জুর করেন, প্রশ্নবিদ্ধ ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম থেকে বাদ দেন – উপযুক্ততা – স্থির করে:সঠিক নয় – একবার অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল নেওয়া হলে, অধিগ্রহণ থেকে সরে আসার কোনো ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকে না কারণ দখল নেওয়ার ফলস্বরূপ, অধিগ্রহণকৃত ভূমি সমস্ত দায়মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হয় – বর্তমান ক্ষেত্রে, অবশিষ্ট অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল এসএলএও কর্তৃক নেওয়া হয়েছিল – যখন প্রশ্নবিদ্ধ ভূমির দখল রাষ্ট্র কর্তৃক নেওয়া হয়েছিল, তখন আইনের ৪৮ ধারার বিধানগুলি প্রযোজ্য ছিল না – আরও বেশি করে, তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রীর প্রশ্নবিদ্ধ ভূমি নিয়ে কোনো প্রকারেই কোনো ক্ষমতা ছিল না এবং ভূমিকে*

*অধিগ্রহণ কার্যক্রমের কবল থেকে অবমুক্ত করার জন্য আইনের ৪৮ ধারার বিধানগুলি প্রয়োগ করারও কোনো ক্ষমতা ছিল না।*

*ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ – ধারা ৪৮ – অধিগ্রহণকৃত ভূমি অবমুক্তি – জনস্বার্থে রাজ্য সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ – বহু আইনি প্রক্রিয়া শেষে, রাজ্য আংশিকভাবে ভূমি অধিগ্রহণ থেকে অবমুক্ত করে – মূল ভূমি মালিকরা ভূমি উত্তরদাতা নং ১ এর কাছে হস্তান্তর করেন – উত্তরদাতা নং ১ ভূমি অধিগ্রহণ থেকে অবশিষ্ট অংশ অবমুক্ত করার জন্য আইনের ৪৮(১) ধারার অধীনে রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন – রাজস্ব মন্ত্রী আবেদনটি মঞ্জুর করেন, প্রশ্নবিদ্ধ ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম থেকে বাদ দেন – রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি ভূমি মালিকদের পক্ষে কোনো অধিকার সৃষ্টি করেছিল কিনা, যাতে তারা রাজ্যের বিরুদ্ধে এই আদেশ কার্যকর করার জন্য ম্যান্ডামাস দাবি করতে পারে – স্থির করে:না – কোনো ব্যক্তি সম্পর্কিত কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় সরকারের সরকারি ফাইলগুলিতে কেবল একটি মন্তব্য মূলত সরকারের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এর কোনো আইনি পবিত্রতা নেই – যতক্ষণ না এই ধরনের অভ্যন্তরীণ আলোচনার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেই ব্যক্তির কাছে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রমাণিত ও জানানো হয়, ততক্ষণ এই ধরনের মন্তব্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে কোনো অধিকার সৃষ্টি করে না বা কোনো আইনি আদেশের প্রকৃতি ধারণ করে না, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই ধরনের কোনো অভ্যন্তরীণ আলোচনার কোনো সুবিধা দাবি করতে পারে – এই ধরনের মন্তব্য(গুলি) এবং/অথবা আলোচনা(গুলি) সর্বদা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিবর্তন বা/এবং সংশোধন বা/এবং প্রত্যাহারযোগ্য।*

আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

**আদেশ**:১. ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ এর ৪৮ ধারা রাজ্যকে "যে জমির দখল নেওয়া হয়নি" এমন কোনো ভূমি অধিগ্রহণ থেকে প্রত্যাহার করার স্বাধীনতা দেয়, ধারা ৩৬ এর আওতাধীন ক্ষেত্রগুলি ব্যতীত। অন্য কথায়, একবার অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল নেওয়া হলে, অধিগ্রহণ থেকে সরে আসার কোনো ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকে না কারণ দখল নেওয়ার ফলস্বরূপ, অধিগ্রহণকৃত ভূমি সমস্ত দায়মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হয়। আরও বেশি করে, যতক্ষণ না অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল নেওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজ্য প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে অধিগ্রহণ থেকে প্রত্যাহার করার স্বাধীনতা রাখে।

২. রাজ্য প্রশ্নবিদ্ধ অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল নিয়েছিল যেমন এই আদালত বলবন্ত নারায়ণ ভাগদে মামলায় নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী। এর কারণগুলি নিম্নরূপ বলা যেতে পারে:

প্রথমত, রাজ্য প্রশ্নবিদ্ধ ভূমির সকল সহ-মালিককে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল এবং এসএলএও কর্তৃক দখল গ্রহণের সময় উপস্থিত থাকতে অবহিত করেছিল; দ্বিতীয়ত, সকল সহ-মালিকের মধ্যে দুজন দখল গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন। এটি যথেষ্ট পরিপালন ছিল; তৃতীয়ত, এসএলএও কর্তৃক দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে দখল নেওয়া হয়েছিল; চতুর্থত, দখল গ্রহণের প্রমাণস্বরূপ পঞ্চনামা সাক্ষীদের দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল; পঞ্চমত, দখল প্রাপ্তির পর সরকারি নথিতে মালিক হিসেবে রাজ্য সরকারের নাম যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল; ষষ্ঠত, সরকার, পালাক্রমে, আপিলকারী (পিসিএনটিডিএ) কে ভূমির দখল হস্তান্তর করেছিল; এবং সপ্তমত, প্রশ্নবিদ্ধ ভূমির রাজস্ব নথিতে পিসিএনটিডিএ-এর নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

৩. একবার যদি এটি স্থির হয় যে অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল রাজ্যের কাছে ছিল, তবে ভূমি রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হয়েছিল, যা ধারা ৪৮ এর বিধানগুলি অবলম্বন করে অধিগ্রহণ কার্যক্রম থেকে ভূমি অবমুক্ত করার রাজ্যের অধিকারকে বাতিল করে। আরও বেশি করে, তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রীর প্রশ্নবিদ্ধ ভূমি নিয়ে কোনো প্রকারেই কোনো ক্ষমতা ছিল না এবং ভূমিকে অধিগ্রহণ কার্যক্রমের কবল থেকে অবমুক্ত করার জন্য আইনের ৪৮ ধারার বিধানগুলি প্রয়োগ করারও কোনো ক্ষমতা ছিল না।

৪.১ প্রশ্ন হলো, তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক ১০.০৬.২০০৪ তারিখে প্রদত্ত অধিগ্রহণকৃত ভূমি অবমুক্ত করার নির্দেশনামূলক আদেশটি আইনের ৪৮ ধারার অর্থ অনুযায়ী একটি আদেশের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে কিনা, বা অন্য কথায়, প্রশ্নবিদ্ধ আদেশটি ভূমি মালিকদের পক্ষে কোনো অধিকার সৃষ্টি করেছিল কিনা, যাতে তারা রাজ্যের বিরুদ্ধে এই আদেশ কার্যকর করার জন্য ম্যান্ডামাস দাবি করতে পারে।

৪.২ উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর হলো "না"। এর কারণগুলি হলো প্রথমত, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কিত কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় সরকারের সরকারি ফাইলগুলিতে কেবল একটি মন্তব্য মূলত সরকারের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এর কোনো আইনি পবিত্রতা নেই;

দ্বিতীয়ত, যখন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কিত কোনো বিষয় নিয়ে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সে বিষয়ে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হয়, তখন তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে রাজ্য সরকার কর্তৃক জানাতে হয়। অন্য কথায়, যতক্ষণ না এই ধরনের অভ্যন্তরীণ আলোচনার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেই ব্যক্তির কাছে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী অনুমোদিত ও জানানো হয়, ততক্ষণ এই ধরনের মন্তব্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে কোনো অধিকার সৃষ্টি করে না বা কোনো আইনি আদেশের প্রকৃতি ধারণ করে না, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই ধরনের কোনো অভ্যন্তরীণ আলোচনার কোনো সুবিধা দাবি করতে পারে। এই ধরনের মন্তব্য(গুলি) এবং/অথবা আলোচনা(গুলি) সর্বদা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিবর্তন বা/এবং সংশোধন বা/এবং প্রত্যাহারযোগ্য। তৃতীয়ত, যদিও আইনের ৪৮ ধারা স্পষ্টভাবে প্রদান করে না যে কোনো অধিগ্রহণ কার্যক্রম থেকে ভূমি অবমুক্ত করার জন্য রাজ্য কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারির প্রয়োজন, তবে আইনের পরিকল্পনা বিবেচনা করে, যা কোনো ভূমি অধিগ্রহণের জন্য আইনের ৪ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারির প্রক্রিয়া দিয়ে শুরু হয়, এই ধরনের অধিগ্রহণ থেকে ভূমি অবমুক্তি তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন রাজ্য সেই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

৫. রাজস্ব মন্ত্রী, যিনি ১০.০৬.২০০৪ তারিখের আদেশটি পাস করেছিলেন, তার প্রশ্নবিদ্ধ ভূমি অবমুক্তি সম্পর্কিত বিষয়টি নিয়ে কাজ করার কোনো ক্ষমতা ছিল না। তিনি কেবল আইনের ৪৮ ধারার অধীনে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, যা তার কাছে কখনোই ছিল না। রাষ্ট্রের দানশীলতা মোকাবেলা করার সময় এটি ছিল তার ক্ষমতার অপব্যবহার।

৬.১ তাছাড়া, ভূমি মালিকদের দ্বারা রিট পিটিশন দায়ের করা নিজেই বিচারিক প্রক্রিয়ার অপব্যবহার ছিল। এর সরল কারণ ছিল যে, পূর্ববর্তী মামলা ভূমি মালিকদের বিরুদ্ধে শেষ হওয়ায়, এটি পক্ষগুলির উপর বাধ্যতামূলক ছিল। এটি ভূমি মালিকদের একই সমস্যা আবার উত্থাপন করতে বাধা দিয়েছিল।

৬.২ প্রকৃতপক্ষে, ভূমি মালিকদের পক্ষে ভূমির অংশবিশেষ অবমুক্তি এবং ২০.০৮.১৯৯৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য অবশিষ্ট ভূমি ধরে রাখা একটি চুক্তির প্রকৃতির ছিল। এটি ভূমি মালিকদের অবশিষ্ট ভূমি আরও অবমুক্ত করার দাবি করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল।

এছাড়াও, রাজ্য কর্তৃক ভূমির দখল পাওয়ার ফলস্বরূপ, আইনের ৪৮ ধারার অধীনে অবশিষ্ট ভূমি অবমুক্তি করা আইনগতভাবে সম্ভব ছিল না।

৬.৩ হাইকোর্ট মামলার উদ্ভূত বিষয়গুলিকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব, হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তি এবং সিদ্ধান্তে একমত হওয়া যায় না, যা সংশ্লিষ্ট রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক ১০.০৬.২০০৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশকে ভুলভাবে সমর্থন করেছে।

বলবন্ত নারায়ণ ভাগদে বনাম এম.ডি. ভাগবত ও অন্যান্যরা, (১৯৭৬) ১ এসসিসি ৭০০ : [১৯৭৫] সম্পূরক এসসিআর ২৫০;শান্তি স্পোর্টস ক্লাব ও আরেকজন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা, (২০০৯) ১৫ এসসিসি ৭০৫ : [২০০৯] ১৩ এসসিআর ৭১০ – নির্ভর করা হয়েছে।

পাঞ্জাব রাজ্য বনাম সোধি সুখদেব সিং এআইআর ১৯৬১ এসসি ৪৯৩ : [১৯৬১] এসসিআর ৩৭১; বিহার রাজ্য বনাম কৃপালু শঙ্কর (১৯৮৭) ৩ এসসিসি ৩৪ : [১৯৮৭] ৩ এসসিআর ১; রাজস্থান হাউজিং বোর্ড বনাম শ্রী কৃষাণ (১৯৯৩) ২ এসসিসি ৮৪ : [১৯৯৩] ১ এসসিআর ২৬৯; সেঠি অটো সার্ভিস স্টেশন বনাম ডিডিএ (২০০৯) ১ এসসিসি ১৮০ : [২০০৮] ১৪ এসসিআর ৫৯৮ – উল্লিখিত।

**মামলা প্রসঙ্গ**

| | | |
|---|---|---|
| [১৯৭৫] সম্পূরক এসসিআর ২৫০ | নির্ভর করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ২৫ |
| [১৯৬১] এসসিআর ৩৭১ | উল্লিখিত | অনুচ্ছেদ ৫২ |
| [১৯৮৭] ৩ এসসিআর ১ | উল্লিখিত | অনুচ্ছেদ ৫২ |
| [১৯৯৩] ১ এসসিআর ২৬৯ | উল্লিখিত | অনুচ্ছেদ ৫২ |
| [২০০৮] ১৪ এসসিআর ৫৯৮ | উল্লিখিত | অনুচ্ছেদ ৫২ |
| [২০০৯] ১৩ এসসিআর ৭১০ | নির্ভর করা হয়েছে | অনুচ্ছেদ ৫২ |

**দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ** ২০১৮ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৭৬৪৯।

২০০৬ সালের রিট পিটিশন নং ৫৭৮৩-এ বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ২৮.০২.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

অরবিন্দ দাতার, শ্রীমতি মীনাক্ষী অরোরা, প্রবীণ আইনজীবী, রবীন্দ্র কেশবরাও আদসুর, প্রকাশ আহিররাও, অরবিন্দ এস. আভাদ, অঙ্কুর গুপ্ত, অভিষেক কৃষ্ণ, নিশান্ত আর. কাটনেশ্বরকর, শ্রীমতি সুবর্ণা গানু, শ্রীমতি দীপা কুলকার্নি, আইনজীবীরা উপস্থিত পক্ষগুলির পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

**অভয় মনোহর সাপরে, বিচারপতি-** ১. অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২. এই আপিলটি ২৮.০২.২০১৭ তারিখে বোম্বে হাইকোর্ট কর্তৃক রিট পিটিশন নং ৫৪৮৩/২০০৬-এ প্রদত্ত চূড়ান্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যার মাধ্যমে হাইকোর্ট উত্তরদাতা নং ১ কর্তৃক দায়েরকৃত পিটিশন মঞ্জুর করে এবং রাজ্য সরকারকে ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (এরপর থেকে "আইন" হিসাবে উল্লিখিত) এর ৪৮ ধারার অধীনে রাজস্ব মন্ত্রীর ১০.০৬.২০০৪ তারিখের আদেশের ভিত্তিতে অধিগ্রহণকৃত ভূমি অবমুক্ত করার জন্য সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ দেয়।

৩. আপিলে জড়িত বিষয়গুলি অনুধাবন করার জন্য, মামলার বাস্তব পটভূমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। এখানে উল্লিখিত তথ্যগুলি এসএলপি পেপার বুক এবং এর তারিখের তালিকা থেকে নেওয়া হয়েছে।

৪. পুনে (মহারাষ্ট্র) জেলার মুলশি তহসিলের মৌজে ওয়াকাড-এ অবস্থিত সার্ভে নং (গাট নং ২১০ - প্রায় ৩৯ হেক্টর ২৬ আর পরিমাপের এবং সার্ভে নং ২১১ - প্রায় ১ হেক্টর ২৩ আর পরিমাপের - মোট ৪০ হেক্টর ৪৯ আর ভূমি) মূলত "দেও" পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন ছিল।

৫. ১২.০৩.১৯৭০ তারিখে, রাজ্য সরকার আইনের ৪ ধারার অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ভূমি অধিগ্রহণ করে। এর পরে আইনের ৬ ধারার অধীনে ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। অধিগ্রহণটি একটি জনস্বার্থে ছিল, যথা, "শিল্প, বাণিজ্যিক এবং আবাসিক উদ্দেশ্যে পিম্পরি চিঞ্চওয়াড টাউনশিপ এলাকায় ভূমির পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং ব্যবহার"। যে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তা পিম্পরি চিঞ্চওয়াড নিউ টাউনশিপ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সংক্ষেপে, "পিসিএনটিডিএ") - এখানে আপিলকারী - এর মাধ্যমে কার্যকর করা হবে।

৬. বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা (সংক্ষেপে, "এসএলএও") এরপর ভূমি মালিকদের প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য আইনের ১১ ধারার অধীনে কার্যক্রম শুরু করেন এবং তদনুসারে ২৩.০৯.১৯৮৬ তারিখে একটি রায় পাস করেন।

এরপর এসএলএও আইনের ১২ (২) ধারা অনুযায়ী ভূমি মালিকদের বিজ্ঞপ্তি জারি করে। যেহেতু ভূমি মালিকরা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেননি, তাই ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ অর্থ এসএলএও ট্রেজারির রাজস্ব জমা অ্যাকাউন্টে জমা দেন।

৭. "দেও পরিবারের" (ভূমি মালিকরা) সদস্যরা ২৩.০৯.১৯৮৬ তারিখের রায়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে বোম্বে হাইকোর্টে ডাব্লিউ.পি. নং ৩৭১৯/১৯৮৭ রিট পিটিশন দায়ের করেন। এই রিট পিটিশনটি হাইকোর্ট ১৮.০৭.১৯৮৯ তারিখের আদেশ দ্বারা খারিজ করে। রিট আবেদনকারীরা তাদের রিট পিটিশন খারিজ হওয়ায় সংক্ষুব্ধ হয়ে হাইকোর্টের কাছে পর্যালোচনা আবেদন (আর.পি. নং ৩৭৫১/১৯৮৯) দায়ের করেন, যা ০৮.০৯.১৯৮৯ তারিখে প্রত্যাহার হিসাবে খারিজ হয়ে যায়। রিট পিটিশন এবং পর্যালোচনা আবেদন খারিজ হওয়ায় সংক্ষুব্ধ হয়ে ভূমি মালিকরা এই আদালতে এসএলপি (সি) নং ১২৮৮৯/১৯৮৯ দায়ের করেন। এটিও ২৭.১১.১৯৮৯ তারিখে প্রত্যাহার হিসাবে খারিজ হয়ে যায়।

৮. এই সময়ের মধ্যে, ১৯.০৯.১৯৮৯ তারিখে, "দেও পরিবারের" সদস্যরা মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রীর কাছে আইনের ৪৮(১) ধারার অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেন এবং তাতে তাদের অধিগ্রহণকৃত ভূমি অবমুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করেন। এই আবেদন বিচারাধীন থাকাকালে, ভূমি মালিকরা হাইকোর্টে রিট পিটিশন (নং ৩৬/১৯৯০) দায়ের করেন এবং তাতে রাজ্যকে তাদের আবেদন আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশ দেওয়ার প্রার্থনা করেন। ১২.০১.১৯৯০ তারিখের আদেশ দ্বারা, হাইকোর্ট রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করে এবং রাজ্যকে ভূমি মালিকদের আবেদন আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেয়।

৯. ০৭.০৭.১৯৯২ তারিখের আদেশ দ্বারা, রাজ্য সরকার ভূমি মালিকদের আবেদন আংশিকভাবে মঞ্জুর করে এবং ২৯ হেক্টর ৯৮ আর পরিমাপের ভূমি অবমুক্ত করার সময় ১০ হেক্টর ৫১ আর পরিমাপের অবশিষ্ট ভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ধরে রাখে, যার জন্য সম্পূর্ণ ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। ধরে রাখা এবং অবমুক্ত করা ভূমির বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

| সার্ভে নং | এসএলএও-এর আওতাধীন এলাকা এইচ: আর | অধিগ্রহণ থেকে বাদ দেওয়া এলাকা এইচ: আর | পিসিএনটিডিএ-কে দেওয়ার জন্য অধিগ্রহণের আওতাধীন অবশিষ্ট এলাকা এইচ: আর |
|---|---|---|---|
| ২১০ | ৩৯ এইচ ২৬ আর | ২৮ এইচ ৯৩ আর | ১০ এইচ ৩৩ আর |
| ২১১ | ১ এইচ ২৩ আর | ১ এইচ ৫ আর | ০ এইচ ১৮ আর |
| মোট | ৪০ এইচ ৪৯ আর | ২৯ এইচ ৯৮ আর | ১০ এইচ ৫১ আর |

১০. কার্যধারার নথি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পর্যালোচনা আবেদন খারিজ হওয়ার পর, ভূমি মালিকরা ("দেও পরিবারের" সদস্যরা) প্রশ্নবিদ্ধ অধিগ্রহণকৃত ভূমি "বিষ্ণুদেব কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি" (সংক্ষেপে "ভিসিএইচএস") নামক একটি সমবায় আবাসন সমিতির সদস্যদের কাছে ২৫.১০.১৯৯৩ তারিখে বা তার আশেপাশে হস্তান্তর করে।

১১. উত্তরদাতা নং ১ (ভিসিএইচএস), প্রশ্নবিদ্ধ ভূমির মালিকানা দাবি করে সংক্ষুব্ধ হয় এবং রিট পিটিশন (১১১৬/১৯৯৩) দায়ের করে, তাতে ০৭.০৭.১৯৯২ তারিখের রাজ্যের আদেশের বৈধতাকে বিরোধিতা করে যে পরিমাণে এটি ১০ এইচ ৫১ আর পরিমাপের অবশিষ্ট ভূমি অবমুক্ত করতে অস্বীকার করেছিল। হাইকোর্ট, ২৩.০৩.১৯৯৩ তারিখের আদেশ দ্বারা, রিট পিটিশন খারিজ করে এবং রাজ্যের আদেশকে বহাল রাখে। উত্তরদাতা নং ১ (ভিসিএইচএস) এসএলপি (সি) নং ১০০৫৬/১৯৯৩ দায়ের করে এই বিষয়টি এই আদালতে নিয়ে আসে। ২৬.১১.১৯৯৩ তারিখের আদেশ দ্বারা, এই আদালত এসএলপি খারিজ করে। ডিভিশনাল কমিশনার তখন আইনের ৪৮ (১) ধারার অধীনে ২০.০৮.১৯৯৪ তারিখে একটি চূড়ান্ত আদেশ পাস করেন, তাতে সার্ভে নং ২১০ থেকে ২৯ এইচ ৯৮ আর বাদ দেওয়ার এবং ১০ এইচ ৩৩ আর অধিগ্রহণকৃত ভূমি হিসাবে উন্নয়ন প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য ধরে রাখার নির্দেশ দেন। এইভাবে, মোট অধিগ্রহণকৃত ভূমির মধ্যে, ২৯ এইচ ৯৮ আর পরিমাপের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম থেকে ভূমি মালিকদের অনুকূলে অবমুক্ত করা হয় এবং ১০ এইচ ৩৩ আর পরিমাপের ভূমি রাজ্যকে উক্ত ভূমিতে আপিলকারীর সংস্থার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করার জন্য ধরে রাখা হয়।

১২. এই আদালত পর্যন্ত দুই দফা মামলার সমাপ্তি হওয়া সত্ত্বেও, ভূমি মালিক-ভিসিএইচএস আবার তৃতীয় দফা শুরু করে এবং হাইকোর্টে নতুন রিট পিটিশন (৩২০০/১৯৯৪) দায়ের করে এবং এবার তাতে সার্ভে নং ২১০/১ থেকে ১০ এইচ ৫৫ আর বাদ দেওয়ার প্রার্থনা করে। ০৭.০৯.১৯৯৪ তারিখের আদেশ দ্বারা, হাইকোর্ট রিট পিটিশন খারিজ করে। আবারও উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে, ভিসিএইচএস এই আদালতে এসএলপি (সি) নং ২২৯০৭/১৯৯৪ দায়ের করে এবং ১০.০২.১৯৯৫ তারিখের আদেশ দ্বারা একইটি খারিজ করা হয়।

১৩. ৩০.০৫.২০০০ তারিখে, এসএলএও গাত নং ২১০ (১০ এইচ ৩৩ আর) ভূমির দখল নেয় এবং এর সমর্থনে পঞ্চনামা সম্পাদন করে। সেই অনুযায়ী ২১.০৭.২০০০ তারিখে ৮২১২ (ফাইল নং ৭/১২) মিউটেশন এন্ট্রিতে রাজ্য সরকারের নাম রাজস্ব নথিতে প্রবেশ করানো হয়। রাজ্য সরকার তখন ০৮.১১.২০০৫ তারিখে প্রশ্নবিদ্ধ ভূমির দখল পিসিএনটিডিএ-কে হস্তান্তর করে যাতে তারা ভূমিতে কাজ শুরু করতে পারে। এর পরে ১৯.১১.২০০৫ তারিখে রাজস্ব নথিতে পিসিএনটিডিএ-এর নাম প্রবেশ করানো হয়।

১৪. উপরে বর্ণিত হিসাবে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দফা মামলায় হেরে যাওয়া সত্ত্বেও, ভিসিএইচএস আবার তাদের প্রচেষ্টা নবায়ন করে এবং ২০.০১.২০০৪ তারিখে মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রীর কাছে আইনের ৪৮ (১) ধারার অধীনে একটি আবেদন দায়ের করে আরেকটি দফা মামলা শুরু করার জন্য। রাজস্ব মন্ত্রী ১০.০৬.২০০৪ তারিখে, তবে, ফাইলে উল্লেখ করেন যে প্রশ্নবিদ্ধ ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হোক।

১৫. এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, যখন ১০.০৬.২০০৪ তারিখের আদেশটি পাস করা হয়েছিল, তখন মহারাষ্ট্র রাজ্যে আচরণবিধি কার্যকর ছিল কারণ সেপ্টেম্বর ২০০৪ সালে মহারাষ্ট্র রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এটিও উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, রাজস্ব মন্ত্রীর ভূমি বাদ দেওয়ার নির্দেশমূলক আদেশটি ভূমি মালিকদের কাছে কখনও জানানো হয়নি। ০৪.১১.২০০৪ তারিখে, রাজ্য সরকার নির্দেশ দেয় যে, যে সমস্ত মামলায় আদেশ সংশ্লিষ্ট পক্ষদের কাছে জানানো হয়নি, সেগুলিকে উপযুক্ত আদেশ পাসের জন্য নতুন করে বিবেচনার জন্য পেশ করা হোক। বর্তমান ক্ষেত্রে যেহেতু আদেশটি ভূমি মালিকদের কাছে জানানো হয়নি, তাই নতুন রাজস্ব মন্ত্রী, যিনি পূর্ববর্তী মন্ত্রীর কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, নির্দেশ দেন যে প্রশ্নবিদ্ধ ভূমি সম্পর্কিত বিষয়টি নতুন করে বিবেচনা করা হোক। ভিসিএইচএস তখন ০৬.০৬.২০০৬ তারিখে রাজ্য সরকারকে একটি চিঠি লেখে, তাতে তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক ১০.০৬.২০০৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশ জারি ও বাস্তবায়নের জন্য জোর দেয়, কিন্তু যেহেতু সরকার ভিসিএইচএস-এর জোরের কাছে নতি স্বীকার করেনি, তাই ২১.০৬.২০০৬ তারিখে ভিসিএইচএস হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন (৫৭৮৩/২০০৬) দায়ের করে, তাতে রাজ্য সরকারকে তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক ১০.০৬.২০০৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশ কার্যকর করার জন্য ম্যান্ডামাস জারি করার এবং অবশিষ্ট ১০ এইচ ৫৫ আর ভূমি অবমুক্ত করে সেই মর্মে উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করার প্রার্থনা করে।

১৬. এই রিট পিটিশনে, ভিসিএইচএস শুধুমাত্র রাজ্য সরকারকে পক্ষ উত্তরদাতা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, কিন্তু পিসিএনটিডিএ (এখানে আপিলকারী) কে অন্তর্ভুক্ত করেনি। পিসিএনটিডিএ তখন উক্ত রিট পিটিশনে হস্তক্ষেপের জন্য একটি আবেদন দায়ের করে যা ভিসিএইচএস-কে পিসিএনটিডিএ-কে রিট পিটিশনে পক্ষ উত্তরদাতা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়ে মঞ্জুর করা হয়েছিল।

১৭. রাজ্য এবং পিসিএনটিডিএ রিট পিটিশনকে অন্যান্যের মধ্যে এই যুক্তিতে বিরোধিতা করে যে, প্রথমত, রিট পিটিশনটি রক্ষণীয় নয় যেহেতু প্রশ্নবিদ্ধ ভূমি সম্পর্কিত সম্পূর্ণ বিষয়টি ইতিমধ্যে তিনবার রাজ্যের পক্ষে চূড়ান্ততা অর্জন করেছে, অতএব, এখন আর কোনো আরও নিষ্পত্তির জন্য কিছুই অবশিষ্ট নেই; দ্বিতীয়ত, যেহেতু প্রশ্নবিদ্ধ ভূমির দখল ইতিমধ্যে ৩০.০৫.২০০০ তারিখে রাজ্য কর্তৃক অনেক আগে নেওয়া হয়েছে, তাই

আইনের ৪৮ ধারার বিধানগুলি এই মামলার জন্য প্রযোজ্য ছিল না এবং ৪৮ ধারা ভূমিকে অধিগ্রহণ থেকে আরও অবমুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না; এবং অবশেষে, তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক ১০.০৬.২০০৪ তারিখে প্রদত্ত তথাকথিত আদেশটি একটি আদেশ ছিল না, এমনকি একটি বৈধ আদেশও ছিল না এবং এটি ভূমি মালিকদের কাছে জানানো না হওয়ায়, এটি ভূমি মালিকদের পক্ষে কোনো ধরনের অধিকার সৃষ্টি করেনি।

১৮. প্রশ্নবিদ্ধ আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট ভূমি মালিকদের রিট পিটিশন মঞ্জুর করে এবং রাজ্যকে তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক ১০.০৬.২০০৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশ কার্যকর করার জন্য ম্যান্ডামাস জারি করে। ম্যান্ডামাস জারির প্রভাব হলো অধিগ্রহণ কার্যক্রম থেকে অবশিষ্ট ১০ এইচ ৩৩ আর ভূমি ভূমি মালিকদের অনুকূলে অবমুক্ত করা। এই আদেশের বিরুদ্ধে, পিসিএনটিডিএ এই আদালতে বিশেষ ছুটির মাধ্যমে এই আপিল দায়ের করেছে।

১৯. এই আপিলে বিবেচনার জন্য যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তা হলো, হাইকোর্ট ভূমি মালিকদের (ভিসিএইচএস-এখানে উত্তরদাতা নং ১) দ্বারা দায়েরকৃত রিট পিটিশন মঞ্জুর করতে এবং ফলস্বরূপ, প্রশ্নবিদ্ধ ভূমি সম্পর্কিত রাজ্যকে নির্দেশনা জারি করতে যুক্তিযুক্ত ছিল কিনা।

২০. আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী অরবিন্দ দাতার, উত্তরদাতা নং ১ এর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতি মীনাক্ষী অরোরা এবং উত্তরদাতা নং ২ ও ৩ এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী নিশান্ত আর. কাটনেশ্বরকারের বক্তব্য শোনা হয়েছে।

২১. আপিলকারী (পিসিএনটিডিএ) এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী অরবিন্দ দাতার প্রশ্নবিদ্ধ আদেশের বৈধতা এবং সঠিকতাকে আক্রমণ করে মূলত ছয়টি বিষয়ে জোর দিয়েছেন।

২২. প্রথমত, বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, ভূমি মালিকদের রিট পিটিশন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট কর্তৃক উপনীত যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত, আপাতদৃষ্টিতে, আইনগতভাবে অস্থিতিশীল এবং সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হওয়ায় তা বাতিল করা উচিত।

২৩. দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, আইনের ৪৮ (১) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নবিদ্ধ ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের কবল থেকে অবমুক্ত করা সম্ভব ছিল কিনা সে সম্পর্কিত একটি বিষয় এই আদালত পর্যন্ত পূর্ববর্তী মামলার রাউন্ডগুলিতে ভূমি মালিকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ততা অর্জন করেছে, তাই উত্তরদাতা নং ১ (ভূমি মালিকরা) কর্তৃক আইনের ৪৮ ধারার অধীনে আরেকটি আবেদন দায়ের করে একই বিষয় আবার উত্থাপন করা যেত না।

২৪. বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রীকে এই ধরনের আবেদন গ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া আইনত অনুমোদিত ছিল না।

২৫. তৃতীয়ত, বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, যখন রাজ্য এই আদালত কর্তৃক বলবন্ত নারায়ণ ভাগদে বনাম এম.ডি. ভাগবত ও অন্যান্যরা (১৯৭৬) ১ এসসিসি ৭০০ মামলায় নির্ধারিত আইন অনুযায়ী ৩০.০৫.২০০০ তারিখে প্রশ্নবিদ্ধ ভূমির দখল কঠোরভাবে গ্রহণ করেছিল, তখন আইনের ৪৮ ধারার বিধানগুলি বর্তমান মামলার তথ্যের জন্য প্রযোজ্য ছিল না এবং তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী বা রাজ্যের ৩০.০৫.২০০০ তারিখে বা তার পরে ভূমির কোনো অংশ অবমুক্ত করার জন্য আইনের ৪৮ ধারার বিধানগুলি প্রয়োগ করার কোনো ক্ষমতা ছিল না।

২৬. চতুর্থত, বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী, যিনি ১০.০৬.২০০৪ তারিখে আদেশটি পাস করেছিলেন, তার এই ধরনের কোনো আবেদন গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল না কারণ সংশ্লিষ্ট সময়ে, রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের তারিখ (সেপ্টেম্বর ২০০৪) ঘোষণার কারণে আচরণবিধি কার্যকর হয়েছিল, যা কোনো মন্ত্রীকে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়নি।

২৭. পঞ্চমত, বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, এমনকি অন্যভাবেও, তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক ১০.০৬.২০০৪ তারিখে ফাইলে করা তথাকথিত মন্তব্যটি, যা অধিগ্রহণ কার্যক্রম থেকে প্রশ্নবিদ্ধ ভূমি অবমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল, তা আইনের ৪৮ ধারার অর্থ অনুযায়ী "আদেশ" হিসাবে কখনও গণ্য হতে পারে না এবং এই ধরনের মন্তব্যের কোনো আইনি আদেশের বৈশিষ্ট্য ছিল না।

২৮. তার বক্তব্য ছিল যে, প্রথমত, এই ধরনের মন্তব্য শুধুমাত্র তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রীর একটি মন্তব্য হিসেবেই থেকে যায়, যা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ভূমি মালিকদের কাছে কখনও জানানো হয়নি এবং দ্বিতীয়ত, এটি আইনের ৪৮ ধারার অর্থ অনুযায়ী একটি আদেশের রূপ নেওয়ার আগে, ০৪.১১.২০০৪ তারিখের আদেশ দ্বারা রাজ্য সরকার কর্তৃক মন্তব্যটি নতুন করে বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

২৯. এইভাবে, বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, তথাকথিত মন্তব্যটি কখনও আলোর মুখ দেখেনি এবং ফাইলে তার নিজস্ব মৃত্যু বরণ করেছে, যা ভূমি মালিকদের পক্ষে কোনো প্রকার অধিকার বা স্বার্থ সৃষ্টি করেনি।

৩০. পঞ্চমত, বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী অধিগ্রহণ কার্যক্রমের কবল থেকে ভূমি অবমুক্ত করার নির্দেশ দিয়ে অন্যান্য সার্ভে নম্বর সম্পর্কিত প্রশ্নবিদ্ধ আদেশের অনুরূপ আদেশ পাস করেছিলেন, কিন্তু এই ধরনের সমস্ত আদেশ হাইকোর্টে রিট পিটিশনে বাতিল করা হয়েছিল এবং সেই আদেশগুলি এই আদালত কর্তৃকও বহাল রাখা হয়েছিল। বিজ্ঞ আইনজীবী মামলার তালিকা দেন।

৩১. ষষ্ঠত, বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, ২০.০৮.১৯৯৪ তারিখের আদেশ (সংযুক্তি-পি-২৪) দ্বারা ভূমির অংশবিশেষ অবমুক্ত করার সময় ভূমি মালিকদের কাছে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল যে, তারা উক্ত ভূমির জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকারী হবেন না। অতএব, যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, ২০.০৮.১৯৯৪ তারিখের আদেশ পাঠ করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ভূমির অংশবিশেষ অবমুক্তি এবং অবশিষ্ট ভূমি ধরে রাখা রাজ্য এবং ভূমি মালিকদের মধ্যে একটি চুক্তির প্রকৃতির ছিল এবং তাই, প্রশ্নবিদ্ধ অবশিষ্ট ভূমি, যা নিঃসন্দেহে জনস্বার্থ পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল যার জন্য এটি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তা আরও অবমুক্ত করার কোনো সুযোগ ছিল না।

৩২. অন্য কথায়, দাখিল করা হয়েছিল যে, ২০.০৮.১৯৯৪ তারিখের আদেশ দ্বারা ভূমির অংশবিশেষ অবমুক্তি ভূমি মালিকদের অধিগ্রহণ কার্যক্রম থেকে অবশিষ্ট ভূমি আরও অবমুক্ত করার দাবি করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। এটি এই সত্য ছাড়াও যে, ১৬ ধারার অধীনে দখল প্রাপ্তির কারণে ভূমির অবমুক্তি আইনের ৪৮ ধারার অধীনে সম্ভব ছিল না।

৩৩. মূলত এই দাখিলগুলিকেই বিজ্ঞ আইনজীবী তার যুক্তিতে মামলার নথি এবং এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

৩৪. উত্তরে, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতি মীনাক্ষী অরোরা প্রশ্নবিদ্ধ আদেশ সহ এর যুক্তিকে সমর্থন করেছেন। এটি ছিল তার দাখিল যে, প্রশ্নবিদ্ধ আদেশটি সঠিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে এবং তাই এটিতে কোনো হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞ আইনজীবী হাইকোর্টের যুক্তিকে সমর্থন করার জন্য নথিগুলির উল্লেখ করে তার দাখিল বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

৩৫. পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর এবং মামলার নথি পর্যালোচনা করে, আমরা আপিলকারীর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর দাখিলগুলিতে সারবত্তা খুঁজে পেয়েছি।

৩৬. এই আপিলে বিবেচনার জন্য যে প্রধান প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে তা হলো, প্রথমত, তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী, যিনি রাজ্যের পক্ষে এবং তার হয়ে কাজ করার ভান করছিলেন, এই মামলার পারিপার্শ্বিক তথ্যের ভিত্তিতে, অধিগ্রহণ কার্যক্রম থেকে প্রশ্নবিদ্ধ অধিগ্রহণকৃত ভূমি অবমুক্ত করার জন্য আইনের ৪৮ ধারার বিধানগুলি প্রয়োগ করার ক্ষমতা তার ছিল কিনা; দ্বিতীয়ত, রাজ্য ৩০.০৫.২০০০ তারিখে প্রশ্নবিদ্ধ অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল নিয়েছিল কিনা এবং যদি তাই হয়, তবে এর প্রভাব কী; এবং পরিশেষে, ১০.০৬.২০০৪ তারিখের আদেশের প্রকৃত প্রকৃতি কী।

৩৭. এই মামলার জন্য প্রাসঙ্গিক ধারা ১৬ এবং ৪৮ নিম্নরূপ:

**ধারা ১৬**

১৬. দখল গ্রহণের ক্ষমতা - যখন কালেক্টর ১১ ধারার অধীনে একটি রায় প্রদান করেন, তখন তিনি ভূমির দখল নিতে পারেন, যা এরপর সরকারে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হবে, সকল দায়মুক্ত হয়ে।

**ধারা ৪৮**

৪৮. অধিগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়, তবে অসম্পূর্ণ হলে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে - (১) ৩৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষেত্র ব্যতীত, যে ভূমির দখল নেওয়া হয়নি, সেই ভূমি অধিগ্রহণ থেকে প্রত্যাহার করার স্বাধীনতা সরকারের থাকবে।

(২) যখনই সরকার এই ধরনের কোনো অধিগ্রহণ থেকে প্রত্যাহার করবে, কালেক্টর বিজ্ঞপ্তি বা তার অধীনে কোনো কার্যক্রমের ফলস্বরূপ মালিক কর্তৃক ভোগকৃত ক্ষতির জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত পরিমাণ আগ্রহী ব্যক্তিকে প্রদান করবেন, সাথে উক্ত ভূমি সম্পর্কিত এই আইনের অধীনে কার্যধারা পরিচালনায় তার দ্বারা যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যয়িত সকল খরচও।

(৩) এই আইনের তৃতীয় অংশের বিধানগুলি, যতটা সম্ভব, এই ধারার অধীনে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে প্রযোজ্য হবে।

৩৮. আইনের ৪৮ ধারা রাজ্যকে "যে ভূমির দখল নেওয়া হয়নি" এমন কোনো ভূমি অধিগ্রহণ থেকে প্রত্যাহার করার স্বাধীনতা দেয়, ধারা ৩৬ এর আওতাধীন ক্ষেত্রগুলি ব্যতীত। অন্য কথায়, একবার অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল নেওয়া হলে, অধিগ্রহণ থেকে সরে আসার কোনো ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকে না কারণ দখল নেওয়ার ফলস্বরূপ, অধিগ্রহণকৃত ভূমি সমস্ত দায়মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হয়।

৩৯. আরও বেশি করে, যতক্ষণ না অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল নেওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজ্য প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে অধিগ্রহণ থেকে প্রত্যাহার করার স্বাধীনতা রাখে।

৪০. আইনের ১৬ ধারা কালেক্টরকে আইনের ১১ ধারার অধীনে একটি রায় পাসের পর অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল নিতে ক্ষমতা প্রদান করে।

একবার কালেক্টর দখল নিলে, অধিগ্রহণকৃত ভূমি সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর ন্যস্ত হয়, এতে কোনো প্রকার দায়বদ্ধতা থাকে না, যেমনটি এতে প্রদত্ত।

৪১. বলবন্ত নারায়ণ ভাগদে (উপরে উল্লিখিত) মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সামনে প্রশ্ন উঠেছিল যে, আইনের ১৬ ধারার অধীনে অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে নিতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়, বিচারপতি ভগবতী জে. (তখন তিনি যেমন ছিলেন) এর মাধ্যমে, এই বিষয়টি ২৮ অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

"২৮.....আমরা মনে করি, এটা বলা যথেষ্ট যে যখন সরকার ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ এর অধীনে অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল নিতে অগ্রসর হয়, তখন তাকে অবশ্যই ভূমির প্রকৃত দখল নিতে হবে, যেহেতু ভূমির সমস্ত স্বার্থ এর দ্বারা অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। দেওয়ানি কার্যবিধি অনুসারে বিচারিক সিদ্ধান্ত দ্বারা বোঝা 'প্রতীকী' দখল নেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। কেবল কাগজে-কলমে দখলও যথেষ্ট হবে না। আইন যা সরকারের উপর ভূমির ন্যস্ত হওয়ার একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে বিবেচনা করে তা হল ভূমির প্রকৃত দখল গ্রহণ। এই ধরনের দখল কীভাবে নেওয়া যেতে পারে তা ভূমির প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে। ভূমির প্রকৃতি যা স্বীকার করে, সেই অনুযায়ী দখল নিতে হবে। কোনো কঠিন এবং দ্রুত নিয়ম থাকতে পারে না যা নির্ধারণ করবে কোন কাজটি ভূমির দখল গ্রহণ গঠনের জন্য যথেষ্ট হবে। অতএব, আমাদের এমন একটি পরম এবং অলঙ্ঘনীয় নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয় যে, কেবল ঘটনাস্থলে গিয়ে ঢোল বাজিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে ঘোষণা করা প্রতিটি ক্ষেত্রে ভূমির দখল গ্রহণ গঠনের জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু এখানে, আমাদের মতে, যেহেতু ভূমি পতিত ছিল এবং প্রাসঙ্গিক সময়ে তাতে কোনো ফসল ছিল না, তাই তহসিলদারের ঘটনাস্থলে গিয়ে ভূমি পরিদর্শন করে কোনটি পতিত এবং চাষযোগ্য এবং অতএব দখল নেওয়া উচিত এবং এর পরিধি নির্ধারণ করা, দখল গ্রহণ গঠনের জন্য যথেষ্ট ছিল। মনে হচ্ছে, তহসিলদার যখন এটি করেছিলেন তখন আপিলকারী উপস্থিত ছিলেন না, তবে দখল কার্যকর করার জন্য ভূমির মালিক বা দখলদারের উপস্থিতি প্রয়োজন নেই।

আইনগত প্রয়োজন হিসাবে কঠোরভাবে এটিও জরুরি নয় যে, ভূমির মালিক বা দখলদারকে নির্দিষ্ট সময়ে দখল নেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে, যদিও সম্ভব হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দখল নেওয়ার আগে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া বাঞ্ছনীয় হতে পারে, কারণ এতে কেবল কাগজের দখল নেওয়ার কোনো প্রতারণামূলক বা ষড়যন্ত্রমূলক লেনদেনের সম্ভাবনা দূর হবে, যা দখলদার বা মালিক কখনও জানতেও পারতেন না।"

৪২. বলবন্ত নারায়ণ ভাগদে (উপরে উল্লিখিত) মামলায় নির্ধারিত আইন বিবেচনা করে, আমরা এই প্রশ্নটি পরীক্ষা করতে অগ্রসর হচ্ছি যে, অবশিষ্ট অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল রাজ্য কর্তৃক নেওয়া হয়েছিল কিনা এবং যদি তাই হয়, তবে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী এটি করা হয়েছিল কিনা।

৪৩. পঞ্চনামা (সংযুক্তি-পি-৪) তারিখ ৩০.০৫.২০০৪, মিউটেশন এন্ট্রি নং ৮২১২ (ফাইল ৭/১২) (সংযুক্তি-পি-৫), দখল রশিদ (সংযুক্তি-পি-১২) এবং পিসিএনটিডিএ-এর মিউটেশন এন্ট্রি (সংযুক্তি -পি-২৮/২৯) যা রাজ্য কর্তৃক নির্ভর করা হয়েছে, সেগুলি পরীক্ষা করার পর আমরা দ্বিধা ছাড়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, রাজ্য ৩০.০৫.২০০০ তারিখে প্রশ্নবিদ্ধ অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল নিয়েছিল যেমনটি এই আদালত বলবন্ত নারায়ণ ভাগদে (উপরে উল্লিখিত) মামলায় নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী। আমরা নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য এটি বলছি।

৪৪. প্রথমত, রাজ্য প্রশ্নবিদ্ধ ভূমির সকল সহ-মালিককে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল এবং এসএলএও কর্তৃক দখল গ্রহণের সময় উপস্থিত থাকতে অবহিত করেছিল; দ্বিতীয়ত, সকল সহ-মালিকের মধ্যে দুজন, যথা চন্দ্রকান্ত গজানন দেব এবং ভালচন্দ্র চিন্তামন দেব দখল গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন। এটি যথেষ্ট পরিপালন ছিল; তৃতীয়ত, এসএলএও কর্তৃক দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে দখল নেওয়া হয়েছিল; চতুর্থত, দখল গ্রহণের প্রমাণস্বরূপ পঞ্চনামা সাক্ষীদের দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল; পঞ্চমত, দখল প্রাপ্তির পর সরকারি নথিতে মালিক হিসেবে রাজ্য সরকারের নাম যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল; ষষ্ঠত, সরকার, পালাক্রমে, ভূমির দখল আপিলকারী (পিসিএনটিডিএ) কে হস্তান্তর করেছিল; এবং সপ্তমত, প্রশ্নবিদ্ধ ভূমির রাজস্ব নথিতে পিসিএনটিডিএ-এর নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

৪৫. একবার আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ৩০.০৫.২০০৪ তারিখে আইন অনুযায়ী ভূমি মালিকদের কাছ থেকে প্রশ্নবিদ্ধ ভূমির দখল রাজ্য কর্তৃক নেওয়া হয়েছিল, তখন আমরা দ্বিধা ছাড়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, আইনের ৪৮ ধারার বিধানগুলি বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না।

অন্য কথায়, একবার অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল রাজ্যের কাছে ছিল বলে স্থির হলে, ভূমি রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হয়েছিল, যা ধারা ৪৮ এর বিধানগুলি অবলম্বন করে অধিগ্রহণ কার্যক্রম থেকে ভূমি অবমুক্ত করার রাজ্যের অধিকারকে বাতিল করে।

৪৬. আরও বেশি করে, তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রীর প্রশ্নবিদ্ধ ভূমি নিয়ে কোনো প্রকারেই কোনো ক্ষমতা ছিল না এবং ভূমিকে অধিগ্রহণ কার্যক্রমের কবল থেকে অবমুক্ত করার জন্য আইনের ৪৮ ধারার বিধানগুলি প্রয়োগ করারও কোনো ক্ষমতা ছিল না।

৪৭. এটি আমাদেরকে আরেকটি প্রশ্ন পরীক্ষা করতে নিয়ে যায়, যদিও দখলের বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তের আলোকে এই প্রশ্নটি বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

৪৮. প্রশ্ন হলো, তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক ১০.০৬.২০০৪ তারিখে প্রদত্ত অধিগ্রহণকৃত ভূমি অবমুক্ত করার নির্দেশনামূলক আদেশটি আইনের ৪৮ ধারার অর্থ অনুযায়ী একটি আদেশের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে কিনা, বা অন্য কথায়, প্রশ্নবিদ্ধ আদেশটি ভূমি মালিকদের পক্ষে কোনো অধিকার সৃষ্টি করেছিল কিনা, যাতে তারা রাজ্যের বিরুদ্ধে এই আদেশ কার্যকর করার জন্য ম্যান্ডামাস দাবি করতে পারে।

৪৯. প্রশ্নের উত্তর হলো "না"। এর কারণগুলি হলো: প্রথমত, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কিত কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় সরকারের সরকারি ফাইলগুলিতে কেবল একটি মন্তব্য মূলত সরকারের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এর কোনো আইনি পবিত্রতা নেই; দ্বিতীয়ত, যখন এই ধরনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সে বিষয়ে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হয়, তখন তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে রাজ্য সরকার কর্তৃক জানাতে হয়।

৫০. অন্য কথায়, যতক্ষণ না এই ধরনের অভ্যন্তরীণ আলোচনার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেই ব্যক্তির কাছে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী অনুমোদিত ও জানানো হয়, ততক্ষণ এই ধরনের মন্তব্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে কোনো অধিকার সৃষ্টি করে না বা কোনো আইনি আদেশের প্রকৃতি ধারণ করে না, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই ধরনের কোনো অভ্যন্তরীণ আলোচনার কোনো সুবিধা দাবি করতে পারে। এই ধরনের মন্তব্য(গুলি) এবং/অথবা আলোচনা(গুলি) সর্বদা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিবর্তন বা/এবং সংশোধন বা/এবং প্রত্যাহারযোগ্য।

৫১. তৃতীয়ত, যদিও আইনের ৪৮ ধারা স্পষ্টভাবে প্রদান করে না যে কোনো অধিগ্রহণ কার্যক্রম থেকে ভূমি অবমুক্ত করার জন্য রাজ্য কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারির প্রয়োজন, তবে আমাদের মতে,

আইনের পরিকল্পনা বিবেচনা করে, যা কোনো ভূমি অধিগ্রহণের জন্য আইনের ৪ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারির প্রক্রিয়া দিয়ে শুরু হয়, এই ধরনের অধিগ্রহণ থেকে ভূমি অবমুক্তি তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন রাজ্য সেই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

৫২. প্রকৃতপক্ষে, উল্লিখিত বিষয়টি আর রেস ইন্টেগ্রা (একবার নিষ্পত্তি হওয়া বিষয়) নয় এবং এই আদালত কর্তৃক বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যেমন: পাঞ্জাব রাজ্য বনাম সোধি সুখদেব সিং, এআইআর ১৯৬১ এসসি ৪৯৩, স্টেট অব বিহার বনাম কৃপালু শঙ্কর, (১৯৮৭) ৩ এসসিসি ৩৪, রাজস্থান হাউজিং বোর্ড বনাম শ্রী কৃষাণ, (১৯৯৩) ২ এসসিসি ৮৪, সেঠি অটো সার্ভিস স্টেশন বনাম ডিডিএ, (২০০৯) ১ এসসিসি ১৮০ এবং শান্তি স্পোর্টস ক্লাব ও আরেকজন বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা, (২০০৯) ১৫ এসসিসি ৭০৫।

৫৩. শান্তি স্পোর্টস (উপরে উল্লিখিত) মামলায় এই আদালতের দুই বিচারপতির একটি বেঞ্চ, সিংভি, বিচারপতি.-এর মাধ্যমে, উপরে উল্লিখিত বিষয়ে পূর্ববর্তী সমস্ত মামলার আইন পর্যবেক্ষণ করে নিম্নোক্ত রায় প্রদান করে:

"৩৭.....যদিও, ৪৮(১) ধারার সরল ভাষা কোনো ভূমি অধিগ্রহণ থেকে প্রত্যাহার করার ক্ষমতা/বিবেচনা কীভাবে বা কোন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত দেয় না, তবে ১৮৯৪ সালের আইনের দ্বিতীয় এবং সপ্তম অংশের পরিকল্পনা বিবেচনা করে, যা ধারা ৪(১) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, ধারা ৬ এর অধীনে ঘোষণা এবং ধারা ৪২ এর অধীনে সরকারি গেজেটে চুক্তি প্রকাশের মাধ্যমে কোনো জনস্বার্থে বা কোনো কোম্পানির জন্য ভূমির বৈধ অধিগ্রহণের শর্ত নির্ধারণ করে, এটি যুক্তিযুক্ত যে অধিগ্রহণ থেকে প্রত্যাহার, যা জনস্বার্থকে বা যে কোম্পানির পক্ষে অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত হয়েছে তাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে, তা শুধুমাত্র সরকারি গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করার মাধ্যমেই করা যেতে পারে।

৩৯. আইনের ৪৮(১) ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভূমি অধিগ্রহণ থেকে প্রত্যাহার করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারির প্রয়োজনীয়তা এই আদালতের মিউনিসিপ্যাল কমিটি, ভাটিন্ডা বনাম ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন কালেক্টর ও অন্যান্যরা (১৯৯৩) ৩ এসসিসি ২৪, ইউ.পি. স্টেট সুগার কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম ইউ.পি. রাজ্য ও অন্যান্যরা (১৯৯৫) সম্পূরক ৩ এসসিসি ৫৩৮, মহারাষ্ট্র রাজ্য ও আরেকজন বনাম উমাশংকর রাজাভাউ ও অন্যান্যরা (১৯৯৬) ১ এসসিসি ২৯৯ এবং টি.এন. রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম এল. কৃষনান ও অন্যান্যরা (১৯৯৬) ৭ এসসিসি ৪৫০ মামলাগুলির রায় থেকেও অনুমান করা যেতে পারে।"

৪৩. ফাইলে নথিভুক্ত একটি মন্তব্য নিছক একটি সাধারণ মন্তব্য এবং এর বেশি কিছু নয়। এটি কেবল নির্দিষ্ট ব্যক্তির মতামত প্রকাশ করে। কোনো অবস্থাতেই এই ধরনের মন্তব্যকে সরকারের সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য করা যায় না। এমনকি যদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিচারাধীন বিষয়ের গুণাগুণের উপর তার মতামত ফাইলে লিপিবদ্ধ করে, তবে তা সরকারের সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না যতক্ষণ না এটি সংবিধানের ৭৭(১) এবং (২) অথবা ১৬৬(১) এবং (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে একটি আদেশ জারি করে অনুমোদিত ও কার্যকর করা হয়। ফাইলে থাকা মন্তব্য বা এমনকি একটি সিদ্ধান্ত তখনই পক্ষগুলির অধিকারকে প্রভাবিত করে এমন একটি আদেশে পরিণত হয় যখন এটি রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের নামে, ক্ষেত্রবিশেষে, প্রকাশিত হয় এবং ৭৭(২) বা ১৬৬(২) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত পদ্ধতিতে সত্যায়িত হয়। ফাইলে নথিভুক্ত একটি মন্তব্য বা এমনকি একটি সিদ্ধান্ত সর্বদা পর্যালোচনা/রদ/বাতিল বা পরিবর্তনযোগ্য এবং আদালত বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য পূর্ববর্তী মন্তব্য বা সিদ্ধান্তের উপর বিচার করতে পারে না।"

৫৪. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এই সুচিন্তিত মত পোষণ করি যে, তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী, যিনি ১০.০৬.২০০৪ তারিখের আদেশটি পাস করেছিলেন, তার প্রশ্নবিদ্ধ ভূমি অবমুক্তি সম্পর্কিত বিষয়টি নিয়ে কাজ করার কোনো ক্ষমতা ছিল না। তিনি কেবল আইনের ৪৮ ধারার অধীনে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, যা তার কাছে কখনোই ছিল না। রাজ্যের বদান্যতা নিয়ে কাজ করার সময় এটি তার ক্ষমতার অপব্যবহার ছিল।

৫৫. তাছাড়া, আমাদের মতে, ভূমি মালিকদের দ্বারা রিট পিটিশন দায়ের করা নিজেই বিচারিক প্রক্রিয়ার অপব্যবহার ছিল। এর সরল কারণ ছিল যে, পূর্ববর্তী মামলা, যা এই আদালত পর্যন্ত তিনবার ভূমি মালিকদের বিরুদ্ধে শেষ হয়েছিল, সেটি পক্ষগুলির উপর বাধ্যতামূলক ছিল। এটি ভূমি মালিকদের একই সমস্যা আবার উত্থাপন করতে বাধা দিয়েছিল।

৫৬. প্রকৃতপক্ষে, ভূমি মালিকদের পক্ষে ভূমির অংশবিশেষ অবমুক্তি এবং ২০.০৮.১৯৯৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য অবশিষ্ট ভূমি ধরে রাখা একটি চুক্তির প্রকৃতির ছিল। এটি ভূমি মালিকদের অবশিষ্ট ভূমি আরও অবমুক্ত করার দাবি করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। এটি এই সত্য ছাড়াও যে, রাজ্য কর্তৃক ভূমির দখল পাওয়ার ফলস্বরূপ, আইনের ৪৮ ধারার অধীনে অবশিষ্ট ভূমি অবমুক্তি করা আইনগতভাবে সম্ভব ছিল না।

৫৭. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এই সুচিন্তিত মত পোষণ করি যে, হাইকোর্ট মামলার উদ্ভূত বিষয়গুলিকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব, আমরা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তি এবং সিদ্ধান্তে একমত হতে পারি না, যা সংশ্লিষ্ট রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক ১০.০৬.২০০৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশকে ভুলভাবে সমর্থন করেছে।

৫৮. আপিলটি এইভাবে সফল হয়েছে এবং তদনুসারে মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রশ্নবিদ্ধ আদেশ বাতিল করা হলো। ফলস্বরূপ, উত্তরদাতা নং ১ কর্তৃক দায়েরকৃত রিট পিটিশনটি ২৫,০০০/- টাকা খরচ সহ খারিজ করা হলো, যা উত্তরদাতা নং ১ আপিলকারীকে প্রদান করবে।

**অঙ্কিত জ্ঞান** **আপিল খারিজ করা হয়েছে।**

## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Diganta Mondal**